উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the performance of the Upazila Livestock Office)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

- সাম্প্রতিক অর্থবছরসমূহে গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে যথাক্রমে ৩৯৬০, ৩৬০৪ ও ৩১৯২ টি প্রজননক্ষম গাভী/বকনা কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে। উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরের সংখ্যা যথাক্রমে ১৯০০, ১৮২৩ ও ১৮১৬ টি।
- বিদ্যমান প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে যথাক্রমে ৫.৪,৫.৯ ও ৪.৯ লক্ষ গবাদি পশু-পাখিকে টীকা প্রদান করা হয়েছে এবং যথাক্রমে ১.৮, ১.৬৩ ও ১.৬৯ লক্ষ গবাদি পশু-পাখিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
- খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে ৩৩১,৩৪৫ ও ৩২০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যথাক্রমে ৫৫, ৫৩ ও ৬৫ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে।
- নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে যথাক্রমে ১০৫, ৯৬ ও ১১০টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন; যথাক্রমে ৪৫, ৪৫ ও ৫০ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং গত ৩ বছরে ৬ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

গবাদিপশুর গুণগত ও মানসম্পন্ন খাদ্যের অপ্রতুলতা, আবির্ভাবযোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব, সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার অভাব, লাগসই প্রযুক্তির ঘাটতি, প্রণোদনামূলক ও মূল্য সংযোজনকারী উদ্যোগের ঘাটতি, উৎপাদনসামগ্রীর উচ্চমূল্য, জলবায়ু পরিবর্তণের প্রভাব, খামাররি সচেতনেতা ও ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের ঘাটতি, সীমিত জনবল ও বরাদ্দ প্রাপ্তি অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ, নিরাপদ ও মানসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। গবাদি পশু-পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার আধুনিকীকরণ করা হবে। দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হবে। প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির প্রসার, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন, ঘাসের বাজার সম্প্রসারণ ও পশুখাধদ্যর মান নিশ্চিতকরণে নমুণা পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠক কর্যক্রম জোরদারসহ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালার অনুসরণে মোবাইল কোর্টের আওতা বৃদ্ধি করা হবে।